UNHCR
The UN Refugee Agency

প্রেস রিলিজ

জেনেভা ১৮ জুন ২০২১

ক্রমবর্ধমান বাস্তুচ্যুতির বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াতে বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে এখনই পদক্ষেপ নিতে হবে

জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা ইউএনএইচসিআর আজ বিশ্ব নেতাদের প্রতি সহিংসতা ও নিপীড়নের কারণে ক্রমবর্ধমান বাস্তুচ্যুতির প্রায় এক দশক ধরে চলমান প্রবণতা বন্ধ ও এর বিপরীত পরিস্থিতি তৈরি করতে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সহযোগিতা বাড়ানোর জন্য তাদের প্রচেষ্টা ত্বরান্বিত করার আহ্বান জানিয়েছে।

ইউএনএইচসিআর-এর বার্ষিক গ্লোবাল ট্রেন্ডস রিপোর্ট আজ জেনেভা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। চলমান মহামারী সত্ত্বেও, ২০২০ সালে যুদ্ধ, সহিংসতা, নিপীড়ন ও মানবাধিকার লঙ্ঘন থেকে পালিয়ে বাঁচা মানুষের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৮ কোটি ২৪ লক্ষে। এটি ২০১৯ সালের রেকর্ড সংখ্যা ৭ কোটি ৯৫ লাখের চেয়েও ৪ শতাংশ বেশি।

প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে ২০২০ সালের শেষে বাস্তুচ্যুতদের মধ্যে আছে ইউএনএইচসিআর-এর ম্যান্ডেটের অধীন ২ কোটি ৭ লাখ শরণার্থী, ৫ কোটি ৭০ লক্ষ ফিলিস্তিনি শরণার্থী, এবং বিভিন্ন দেশে বাস্তুচ্যুত ৩৯ লক্ষ ভেনিজুয়েলান। এছাড়া আরও ৪ কোটি ৮০ লাখ মানুষ তাদের নিজ দেশের ভেতরে আভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত অবস্থায় ছিল। এর সাথে আছে ৪১ লাখ আশ্রয়প্রার্থী। মহামারী ও বিশ্বব্যাপী যুদ্ধবিরতির আহবানের পরেও সংঘাতের কারণে যে মানুষের গৃহহীন হওয়া থামে নি, এই সংখ্যাগুলো তারই প্রমাণ।

“এগুলো শুধুই সংখ্যা নয়। এদের মাঝে প্রত্যেকটি মানুষের রয়েছে বাস্তুচ্যুত হওয়ার ঘটনা, সব হারিয়ে নিঃস্ব হওয়া, এবং যন্ত্রণার গল্প। শুধু মানবিক সাহায্য নয়, তাঁদের দুর্দশার সমাধানে আমাদের মনযোগ ও যথাযথ সহায়তা দিতে হবে।“

জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনার ফিলিপ্পো গ্র্যান্ডি বলেন, “১৯৫১ সালের শরণার্থী কনভেনশন ও গ্লোবাল কম্প্যাক্ট অন রিফিউজিস (শরণার্থীদের জন্য বৈশ্বিক সংহতি)-এর মাধ্যমে আমরা বাস্তুচ্যুত ও শরণার্থীদের সাহায্যে আইনী কাঠামো ও অন্যান্য উপায় পাচ্ছি। কিন্তু আমাদের এর চেয়ে বেশি প্রয়োজন অনেক বেশি রাজনৈতিক সদিচ্ছা। তাহলেই বাস্তুচ্যুতির মূল কারণ সংঘাত ও নিপীড়ন কমানো যাবে”।

বল প্রয়োগে বাস্তুচ্যুত মানুষদের ৪২ শতাংশের বয়স ১৮ বছরের নিচে। তারা স্পষ্টতই অধিকতর ঝুঁকিতে থাকে, বিশেষ করে যদি কোন একটি সংকট বছরের পর বছর ধরে চলতে থাকে। ইউএনএইচসিআর-এর নতুন তথ্য অনুযায়ী, ২০১৮ ও ২০২০ সালের মধ্যে মোট ১০ লক্ষ শিশুর জন্ম হয়েছে, যারা জন্ম থেকেই শরণার্থী। তাদের মধ্যে অনেকেই আগামী বছরগুলোতেও শরণার্থী হয়েই থাকবে।

ফিলিপ্পো গ্র্যান্ডি বলেন, “এতগুলো শিশুর জন্মের শুরু হচ্ছে নির্বাসনের মাধ্যমে, এটাই সংঘাত ও সহিংসতা রোধ ও বন্ধের জন্য অধিকতর প্রচেষ্টার কারণ হওয়ার জন্য যথেষ্ট” ।

২০২০ সালে যখন চলমান মহামারী সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় ছিল, তখন ১৬০টিরও বেশি দেশ তাদের সীমান্ত বন্ধ করে রেখেছিল, এর মধ্যে ৯৯টি দেশ সুরক্ষার খোঁজে পালিয়ে আসা মানুষদের জন্যও তাদের সীমান্ত উন্মুক্ত করে নি। এমনটাই উঠে এসেছে ইউএনএইচসিআর-এর গ্লোবাল ট্রেন্ডস রিপোর্টে। তবুও কিছু দেশ মহামারী

মোকাবেলার পাশাপাশি মানুষকে আশ্রয় দিয়েছে; আর উন্নত কিছু ব্যবস্থা নিয়েছিল যেমনঃ সীমান্তে মেডিক্যাল স্ক্রিনিং, সীমান্ত অতিক্রমের পর স্বাস্থ্য সনদ (হেলথ সার্টিফিকেট) কিংবা সাময়িক কোয়ারেন্টাইন, সহজতর নিবন্ধন প্রক্রিয়া, দূর থেকে ইন্টারভিউ নেয়া ইত্যাদি।

যখন একদিকে কিছু মানুষ পালাতে গিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করতে বাধ্য হচ্ছিল, তখন লক্ষ লক্ষ মানুষ নিজ দেশের ভেতরেই হচ্ছিল বাস্তুচ্যুত। এই আভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত মানুষদের সংখ্যা আগের চেয়ে আরও ২৩ লাখ বেড়েছে, যারা মূলত ইথিওপিয়া, সুদান, সাহেল অঞ্চলের দেশগুলো, মোজাম্বিক, ইয়েমেন, আফগানিস্তান ও কলম্বিয়ার বিভিন্ন সংকটের কারণে বাস্তুচ্যুত হয়েছে।

পুরো ২০২০ সাল জুড়ে প্রায় ৩২ লাখ আভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত ও মাত্র ২ লাখ ৫১ হাজার শরণার্থী নিজ বাড়িতে ফিরতে পেরেছে। এই সংখ্যা ২০১৯-এর তুলনায় যথাক্রমে ৪০ ও ২১ শতাংশ কম। প্রায় ৩৩,৮০০ শরণার্থী তাদের আশ্রয় প্রদানকারী দেশে ন্যাচারালাইজড হয়েছে। তৃতীয় কোন দেশে শরণার্থীদের পুনর্বাসন অনেক কমে গেছে, গত বছরে এই সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৪,৪০০ জন। এটি গত ২০ বছরে সর্বনিম্ন – পুনর্বাসনের স্থান কমে যাওয়া ও কোভিড-১৯ এর ফলাফল এটি।

ফিলিপ্পো গ্র্যান্ডি বলেন, “এই সংকটগুলোর সমাধানের জন্য বৈশ্বিক নেতাদের এবং প্রভাবশালীদের তাদের মতপার্থক্য, রাজনৈতিক অহংকার দূরে রাখতে হবে। সংঘাত প্রতিরোধ ও সমাধান এবং মানুষের মানবাধিকারের প্রতি সম্মান বজায় রাখাটাই বরং তাদের উচিত এই মুহূর্তে”।

শেষ

ইউএনএইচসিআর ২০২০ গ্লোবাল ট্রেন্ডস রিপোর্ট – কিছু মূল তথ্যঃ

- সারা বিশ্বে ৮ কোটি ২৪ লাখ মানুষ বলপ্রয়োগে বাস্তুচ্যুত (২০১৯-এ ছিল ৭ কোটি ৯৫ লাখ) – ৪ শতাংশ বৃদ্ধি
    - ২ কোটি ৬৪ লাখ শরণার্থী (২০১৯-এ ছিল ২ কোটি ৬০ লাখ), যার মাঝে আছে
        - ইউএনএইচসিআর ম্যান্ডেটের অধীন ২ কোটি ৭ লাখ শরণার্থী (২০১৯-এ ছিল ২ কোটি ৪ লাখ)
        - ইউএনআরডব্লিউএ ম্যান্ডেটের অধীন ৫৭ লাখ ফিলিস্তিনি শরণার্থী (২০১৯-এ ছিল ৫৬ লাখ)
    - ৪ কোটি ৮০ লক্ষ মানুষ আভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত (২০১৯-এ ছিল ৪ কোটি ৫৭ লাখ)
    - ৪১ লক্ষ মানুষ আশ্রয়প্রার্থী (২০১৯-এ ছিল ৪১ লক্ষ)
    - ৩৯ লাখ ভেনেজুয়েলান বাস্তুচ্যুত হয়ে বিভিন্ন দেশে আশ্রিত (২০১৯-এ ছিল ৩৬ লাখ)

- বলপ্রয়োগে বাস্তুচ্যুতি সারা বিশ্বে গত নয় বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে বেড়েই চলছে। সারা পৃথিবীর ১ শতাংশ মানুষ আজ বাস্তুচ্যুত। ২০১১ সালের তুলনায় এ সংখ্যা বর্তমানে দ্বিগুণ।

- শরণার্থীদের দুই-তৃতীয়াংশ আসে মাত্র পাঁচটি দেশ থেকেঃ সিরিয়া (৬৭ লাখ), ভেনেজুয়েলা (৪০ লাখ), আফগানিস্তান (২৬ লাখ), দক্ষিণ সুদান (২২ লাখ) এবং মিয়ানমার (১১ লাখ)।

- শরণার্থীদের বেশিরভাগ – প্রতি ১০ জনে প্রায় ৯ জন (৮৬ শতাংশ) – প্রতিবেশী, নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশের আশ্রিত। স্বল্পোন্নত দেশগুলো আশ্রয় দিয়েছে প্রায় ২৭ শতাংশ শরণার্থীদের।

- টানা সাত বছর ধরে তুরস্ক সবচেয়ে বেশি সংখ্যক (৩৭ লাখ) শরণার্থীদের আশ্রয় দিচ্ছে । এর পরে আছে যথাক্রমে কলম্বিয়া (১৭ লাখ), পাকিস্তান (১৪ লাখ), উগান্ডা (১৪ লাখ) এবং জার্মানি (১২ লাখ)।

- আশ্রয় প্রার্থীদের অমীমাংসিত আবেদনের সংখ্যা এখনও ২০১৯-এর মতই আছে (৪১ লাখ)। তবে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউএনএইচসিআর মোট ১৩ লক্ষ আবেদন নিবন্ধিত করেছে, যা ২০১৯ এর তুলনায় দশ লক্ষ কম (৪৩ শতাংশ কম)।

নোটঃ

- ইউএনএইচসিআর-এর গ্লোবাল ট্রেন্ডস রিপোর্ট ও এই সংক্রান্ত মাল্টিমিডিয়া পাওয়া যাবে আমাদের মিডিয়া পেজে। ক্লিক করুন এখানে।
- গ্লোবাল ট্রেন্ডস রিপোর্টের সাথে সাথেই প্রতি বছর একই সময়ে প্রকাশিত হয় ইউএনএইচসিআর-এর গ্লোবাল রিপোর্ট। এই রিপোর্টে থাকে বাস্তুচ্যুত ও শরণার্থীদের জন্য আমাদের সারা বিশ্বের সকল কাজ, এবং রাষ্ট্রহীন জনগোষ্ঠীগুলোর বিবরণ।